রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে কথক:‘চল তোরে দিয়া আসি সাগরের জলে’

দিলরুবা শাহানা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম বা সার্ধশততম জন্মদিন উদযাপন নিয়ে নানা উৎসব আয়োজন চলেছে। ঐ উদ্‌যোগ আয়োজনের খবরাখবর লিখতে গেলেও অনেক কাগজ ও কালি লাগবে। মেলবোর্নও গতবছর থেকেই বিশ্বকবির ১৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, আগামীতে আরও কিছু আয়োজনের কথাও শুনা যাচ্ছে। গত বছর নভেম্বরে মেলবোর্নের কবিতা চর্চায় নিবেদিত সংগঠন ‘কথক’এর আয়োজন ‘চেতনায় রবীন্দ্রনাথ’ নামের অনুষ্ঠানটি এক কথায় ছিল নিটোল, যাকে সহজেই রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাকে উপস্থাপনের ঐকান্তিক প্রয়াস বলে প্রত্যয় হয়। এরই মাঝে মেলবোর্নের বাংলা মিডিয়া গ্রুপএর পত্রিকা ‘অন্যদেশ’এ সাংবাদিক ও কলাম লেখক আবিদ রহমান ঐ অনুষ্ঠান বিষয়ে লিখেছেন। ভাল লিখেছেন, আসলেই ভাল লাগার মতো অনুষ্ঠান হয়েছে।

আবৃত্তি, নৃত্যগীত, শ্রুতিনাটক ‘ডাকঘর’, ‘বিদায় অভিশাপ’কাব্যকাহিনীর নৃত্যরূপ সবই ছিল। তারমাঝে রবীঠাকুরের ‘দেবতার গ্রাস’ কবিতার আবৃত্তির সাথে সাথে এরই আলোকে কবিকে বিশ্লেষনের সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত সযত্ন চেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। এখানে ‘দেবতার গ্রাস’ আবৃত্তি ও অল্প কথায় এর যে চমৎকার বিশ্লেষন ‘কথক’ করেছে তাই আলোচিত হবে।

কবির কবিতায় একটি গল্প বলা হয়েছে। গ্রামের ঠাকুর মৈত্রী মহাশয় পূণ্যস্নানে যাচ্ছেন। সঙ্গীসাথীও জুটেছে তার মেলা। পূণ্যস্নানের ‘এই বার্তা গ্রামে গ্রামে রটে গেল যবে’ মোক্ষদা নামের বিধবা এক যুবতী ছুটে এসে মৈত্রী মহাশয়ের সাথে পূণ্যস্নানে যাওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানালো। মোক্ষদার ছোটছেলেকে নিয়ে নৌকাতে জায়গা হবেনা তাই মৈত্রী মহাশয় তাকে নিতে রাজী হলেন না। বিধবা কাকুতিমিনতি করে যখন বললো যে ছেলে মাসীর কাছেই থাকে মায়ের সঙ্গী সে হবে না। মৈত্রী তখন

মোক্ষদাকে পূণ্যস্নানে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন। গন্ডগোল বাঁধলো যাত্রার মূহূর্তে। মোক্ষদার পিতৃহারা ছেলে রাখাল কোথা থেকে হাজির হয়ে নৌকায় উঠে বসে। সে মা মোক্ষদার দিকে দৃঢ় চোখ মেলে ধরে বলে 'যাইবো সাগরে'। পূণ্যস্নানের সুযোগ হারানোর আশংকায় ও ভয়ে মা রাখালকে টেনেহিঁচড়ে নৌকা থেকে নামাতে চায়। নৌকা আঁকড়ে ধরে রাখালের এককথা 'যাইবো সাগরে'। নাছোড়বান্দা রাখালের প্রতি স্নেহ ও বিপন্ন, অসহায়, অপারগ শংকিত মা মোক্ষদার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মৈত্রী মহাশয় বালক রাখালকে নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন। তখন মোক্ষদা হঠাৎ রেগে উঠে বলে ফেলে 'চল তোরে দিয়া আসি সাগরের জলে'। নিজের কানেই কথাটা তার অমঙ্গলের অশনি সংকেতের মত বিঁধলো। তৎক্ষণাত মা অনুতাপে ঠাকুরকে স্মরণ করলো মনে মনে। মৈত্রী মহাশয়ের কানেও কথাটি বাজে। মৈত্রী তাকে চুপটি করে বলেন 'ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়'।

পূণ্যস্নানের শেষে নৌকা সবযাত্রীদের নিয়ে গৃহমুখী রওয়ানা হয়। ঝড় উঠে একজায়গায়। দুলে উঠে তরণী। কুলকিনারা হীন চারদিকে অথৈ পানি। শুধুই পানি। ভীতসন্ত্রস্ত যাত্রীরা বলাবলি শুরু করলো যে কেউ মানত পূরণ করেনি তাই ঝড়ের রূপ নিয়ে দেবতার অভিশাপ নেমে এসেছে। কেউ একজন প্রতিশ্রুতি মত দান না করেই দানের ধন ফেরত নিয়ে যাচ্ছে তাই দেবতার ক্রোধ ঝড় হয়ে আঘাত হেনেছে।। সবাই অর্থবস্তু সব পানিতে ফেলতে শুরু করলো। রাখাল তখন ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁপছে। মৈত্রী তখন মা ও ছেলেকে দেখিয়ে বললেন 'এই সে রমণী দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে চুরি করে নিয়ে যায়'। কি হল তারপর? অন্যান্য যাত্রীরা সব গর্জে উঠে বলে 'দাও তারে ফেলে'। তাই তারা করলো। মায়ের বুক ছিড়েখুরে রাখালকে তুলে উত্তাল পানিতে নিক্ষেপ করলো। মৈত্রী যিনি সংস্কার বশে মায়ের মুখের কথাকে দেবতার কাছে মানত বা প্রতিশ্রুতি বলে ঘোষণা করলেন তিনি কি করলেন? মেনে নিলেন কি এই সংস্কারাচ্ছন্ন বিসর্জন?

না তা ঘটেনি। যা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ঘটালেন তা বিস্ময়কর। মৈত্রী মহাশয়ও ঝাঁপ দেন পানিতে! কেন? শুধুমাত্র রাখালের করুণ আর্তনাদে সাড়া দিতে কি? না। নিজের ভিতরের সংস্কারকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতেই উঁনি ঝাঁপ দেন। সংস্কার বশে বিধবা মোক্ষদার একমাত্র পুত্র রাখালকে গঙ্গায় বিসর্জনের উদোক্তা এই ব্রাহ্মন ঠাকুর আত্মহুতি দিয়ে নিজেকে নিজে চরম দন্ড দেন। আবৃত্তি সংগঠন 'কথক' শ্রেফ সুললিত আবৃত্তি করেই দায়িত্ব শেষ করেনি। 'দেবতার গ্রাস' যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কার ভাঙ্গার গল্প তাও স্বল্প কথার দৃঢ় ভাষ্য

‘কথক’এর । শুধু সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপন নয় ররবীন্দ্রকাব্যের মূলককথা বিশ্লেষণের জন্যও ধন্যবাদ প্রাপ্য ‘কথক’এর।